ACTRAV
Bureau
for Workers'
Activities

বাংলাদেশে ট্রেড ইউনিয়নঃ
তৈরি পোশাক খাতে (আর এম জি) নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর কর্মক্ষেত্র গড়ে তোলা

ভূমিকা

এই এডভোকেসী টুলটি ট্রেড ইউনিয়নের সক্ষমতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা ও উন্নয়নের উপর ভিত্তি করে আইএলও ACTRAV , আইএলও আরএমজি প্রোগ্রাম বাংলাদেশ এবং ACTRAV তুরিনের সহায়তায় তৈরি করা হয়েছে যাতে করে পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়গুলোর প্রাতিষ্ঠানিক ও কারিগরী দিকগুলো শক্তিশালী করা যায়।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে, বাংলাদেশের আরএমজি সেক্টর তাজরীন ফ্যাশনে আগুন এবং রানা প্লাজা ধ্বসের ঘটনাসহ বহু সংখ্যক দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়েছে, রানা প্লাজা ধ্বসের একটি মাত্র দুর্ঘটনা যা ১২০০ এরও বেশী শ্রমিকদের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে।এসব ঘটনা কর্মীদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয় এবং সর্বোপরি বাংলাদেশের আর এম জি সেক্টরে বিশাল প্রভাব ফেলেছে।

৪ মে ২০১৪ সালে গৃহীত বাংলাদেশ সরকারের (GoB) একটি যৌথ ত্রিপক্ষীয় বিবৃতির মাধ্যমে, আরএমজি শিল্পগুলোতে নীতিমালা, এডভোকেসি সংক্রান্ত কাজ এবং সক্ষমতা তৈরি ও উন্নয়নের প্রক্রিয়াটিকে সম্প্রসারণ করা হয়েছিল। তবে এখনও অনেক কাজ বাকী রয়ে গেছে।

আরএম জিসেক্টরে নারীদের বৃহদাকার উপস্থিতির উপর ভিত্তি করে, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রচারণা চালানোর প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে নারীদের নতুন প্রজন্মকে, যারা কর্মক্ষেত্রে এবং ট্রেড ইউনিয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমের মধ্যে তাঁদের প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণ করছে, তাঁদের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিবে। আমরা চাই এই প্রক্রিয়াটিতে নারীরা সম্পৃক্ত হোক এবং কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ উন্নয়নে তারা তাদের মতামত ব্যক্ত করুক যার মধ্যে রয়েছে তৈরি পোশাক খাতে অকুপেশানাল সেফটি এন্ড হেল্থ (OSH) এর বিষয়টি। বাংলাদেশে ইউ এন সিস্টেমের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ সরকারকে তার পাঁচ বছর মেয়াদী পরিকল্পনা অর্জনে আর এম জি পি সমর্থন করে বিশেষত SDG লক্ষ্যমাত্রা ৮ (ডিসেন্ট ওয়ার্ক এন্ড ইকনোমিক গ্রোথ)

এ্যাডভোকেসী টুলটির প্রধান উদ্দেশ্য হল এর OSH এর উপর শ্রমিকদের যথাযত সচেতনতা সৃষ্টি, প্রতিরোধমূলক একটি সংস্কৃতি গড়ে তোলা এবং কর্মক্ষেত্রে OSH কমিটি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ইউনিয়নের অব্যাহত গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা ও দায়িত্বকে তুলে ধরা। নিরাপদ একটি কর্মক্ষেত্রে তৈরির ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়নের ভুমিকা কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে।

"বিশ্বের কলকারখানা এবং কর্মক্ষেত্রগুলোতে নিরাপদ ও মনোরম পরিবেশ গড়ায় আমাদের কাজ করা চালিয়ে যাবার জন্য ভবিষ্যতের আরও ভয়াবহ দুর্ঘটনার জন্য আমরা অপেক্ষা করতে পারিনা। ভালো কর্মপরিবেশ সবার স্বার্থেই; একটি নিরাপদ শিল্প কারখানা মানেই সেটি কম লাভের একটি প্রতিষ্ঠান নয়"।

গে রাইডার, ডাইরেক্টর জেনারেল আইএলও

ইউনিয়নের কর্মক্ষেত্রসমূহ
নিরাপদ কর্মক্ষেত্র।

২৮শে এপ্রিল ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি দিবস পালিত হয়

এক নজরে বাংলাদেশের আরএমজি সেক্টর

RMG সেক্টরঃ

- ৩,৫০০ এর বেশী রপ্তানিমুখী আরএমজি কারখানা
- প্রায় ৪.৫ মিলিয়ন শ্রমিক
- ৫৫% - ৬০% নারী কর্মী

রপ্তানী এবং ট্রেড ইউনিয়নের উপস্থিতি

- (২০১৩-১৪) মোট আরএমজি রপ্তানি আয় ২৪.৫ বিলিয়ন ইউএস ডলার।
- জাতীয় রপ্তানির পরিমাণ ৮০%
- ৩.৫%-৪% ফ্যাক্টরিতে ইউনিয়ন আছে।

উৎসঃ আইএলও আর এমজি প্রোগ্রাম

কেস-স্টাডি ১:
OSH প্রশিক্ষণ ফলো- আপ পর্ব

আইএলও আরএমজি প্রোগ্রামের আওতায় প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণের পর একটি ভালো কর্মপরিবেশ তৈরির ক্ষেত্রে এবং তাদের শিক্ষনীয় বিষয়গুলো অন্য কর্মীদের মাঝে ছড়িয়ে দেবার ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়নগুলো আরও বেশী তৎপর ও প্রস্তুত হয়েছে। এই কেসটিতে ফলো আপ ট্রেনিং এর বিষয়টি দেখানো হয়েছে।

OSH বিষয়ক প্রশিক্ষণের ফলো- আপ কার্যক্রমগুলো হবে নিম্নরূপঃ

১। কারখানা পর্যায়ের ইউনিয়ন

নেতৃবৃন্দদের পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

২। সেফটি কমিটিতে ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধির বক্তব্য তুলে ধরার বিষয়টি ট্রেড ইউনিয়নকে নিশ্চিত করতে হবে

৩। অ-ইউনিয়নভুক্ত কারখানাগুলোতে সেফটি কমিটির ব্যাপারে শ্রমিকদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য এবং OSH কমিটি গঠনের ব্যাপারে শ্রমিকদেরকে সাপোর্ট করার জন্য (প্রতি তিন মাস অন্তর) পর্যায়ক্রমে ইউনিয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা;

৪। প্রয়োজনে আইনগত সহায়তা প্রদান এবং কারখানার নিরাপত্তা বিষয়ে ক্রেতা ও বাংলাদেশ অ্যাকর্ডকে জানানো সহ কারখানার নিরাপত্তা বিষয়ক সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য সক্রিয় ভাবে কাজ করা।"

ট্রেড ইউনিয়ন প্রশিক্ষক মিজ রহমানের মতে **"OSH বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে ও নিরাপদ সংস্কৃতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আমরা শ্রমিকদের কাছ থেকে ভালো ফলাফল পাচ্ছি, তবে এখনও অনেক কিছু করতে হবে। OSH মেনে চলা এবং কর্মীদের জন্য নিরাপদ কর্মক্ষেত্রে নিশ্চিত করার জন্য আমরা সরকার ও শ্রমিকদের সাথে কাজ করতে প্রস্তুত"।**

উৎসঃ চায়না রহমান। আরএমজিপি প্রোগ্রাম।ঢাকা, মার্চ ২০১৭।

আরএমজি সেক্টরে কর্ম পরিবেশ উন্নয়নের মাধ্যমে ইউনিয়নের সক্ষমতা বৃদ্ধি

ITCILO সক্ষমতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত সাপোর্টের অংশ হিসেবে, আইএলও বাংলাদেশ অফিসের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে, এসিটি ACTRAV, তুরিন ট্রেড ইউনিয়ন এবং শ্রমিক সংগঠনসমূহকে লক্ষ্য করে বেশ কিছু সংখ্যক প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে এবং তাঁদেরকে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা OSH উন্নীত করণে সক্ষম করেছে।

উক্ত কার্যক্রমগুলো প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং নিবেদিত ট্রেড ইউনিয়নিস্টদের মূল গ্রুপকে অন্তর্ভুক্ত করেছেঃ আরএমজি সেক্টরে নিরাপত্তা উন্নয়নের জন্য বিশেষ করে প্রতিরোধমূলক কর্মকাণ্ডের উপর ফোকাস করার ক্ষেত্রে, শ্রমিক, সুপারভাইজার এবং ম্যানেজারগণ অন্তর্ভুক্ত থাকেন।

অধিকাংশ মূল গ্রুপগুলো ন্যাশনাল কোরডিনেশন কমিটি ফর ওয়ার্কার্স' এডুকেশন (এনসিসিডব্লিউই) এবং ইন্ডাস্ট্রি অল বাংলাদেশ কাউন্সিল (আইবিসি) এর অধীনস্ত ইউনিয়নগুলো থেকে এসেছে। ২০১৪ সালে এই প্রকল্পটি শুরু হওয়ার পর, এনসিসিডব্লিউই এবং আইবিসি থেকে মোট ৬৪ জন কোর ট্রেইনার উক্ত প্রশিক্ষণটিতে অংশগ্রহণ করেছেন, যাদের মধ্যে ৩১ জন নারী প্রশিক্ষক রয়েছে। এসব ট্রেইনাররা এখন RMG কর্মক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে যথাযত কর্মসূচী এবং প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করছে।

এছাড়াও, ইউনিয়নের সাথে যোগাযোগ এবং তাঁদের সেবাসমূহ উন্নীতকরণের বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধির একটি পরোক্ষ প্রভাব থাকতে পারে। এনসিসিডব্লিউই এবং আইবিসি থেকে আগত কোর গ্রুপের যোগ্য অধিকাংশ সদস্যবৃন্দ ইউনিয়ন এবং প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে ফলো-আপ কর্মসূচী পরিচালনার জন্য আইএলও থেকে সহযোগিতাও পেয়েছে।

OSH এর উপর ট্রেড ইউনিয়নের সক্ষমতা উন্নয়ন

প্রকৃত সুবিধাপ্রাপ্তদের মধ্যে রয়েছে ২৩৫৫ NCCWE এবং IBC সদস্য

মহিলাঃ ১৫৬০;

পুরুষঃ ৭৯০ জন সহযোগী ইউনিয়ন সংগঠক

২৬ জন নারী নেত্রী/সংগঠক, যার মধ্যে ১১ জন NCCWE থেকে এবং ১৫ জন IBC থেকে

কি পয়েন্ট

আপনি যদি বাংলাদেশের আরএমজি সেক্টর বা অন্য যে কোন সেক্টরে কর্মরত থাকেন, তাহলে আপনার আপনার বয়স বা জেন্ডার যাই হোক না কেন, ট্রেড ইউনিয়নে যোগদান করার অধিকার এবং বেআইনি বৈষম্য ও হয়রানি মুক্তভাবে কাজ করার অধিকার সহ আপনি কর্মক্ষেত্রে সম্মান পাওয়ার অধিকারী।

উক্ত উপকরণে উল্লিখিত উদাহরণ অনুসারে,কর্মক্ষেত্রে পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়গুলোর উন্নয়ন এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়ন হল মূল্যবান অংশীদার।

কর্মক্ষেত্রে পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য OSH বিষয়ক কার্যক্রমের উপর আলোকপাত: সামাজিক অংশীদারদের মতামত

রানা প্লাজা ধ্বসের ঘটনা থেকে তিন বছরের মধ্যে বাংলাদেশের আরএমজি সেক্টরে এবং অন্যান্য শিল্প সেক্টরে নিরাপত্তা ও কর্মক্ষেত্রের সামগ্রিক পরিস্থিতিসমুহের, প্রয়োগের তুলনায় দৃশ্যমান অনেক উন্নয়ন হয়েছে।

আইএলও এবং সামাজিক অংশীদাররা এসব কর্মকাণ্ডের প্রতি অনেক কর্মতৎপর এবং সহায়ক ভূমিকা রেখেছে। মালিকগণ এখন বুঝতে পেরেছেন যে, ফলপ্রসূ উৎপাদনশীলতা এবং প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু পরিচালনার প্রাথমিক শর্ত হল, একটি নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর কর্মক্ষেত্র।

এটি আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, উন্নয়ন অংশীদার এবং সরকারের সাথে একত্রে মিলে কাজ করলে আমরা কর্মক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংস্কারগুলো আনতে সক্ষম হব এবং এরকম ব্যাপক পরিমাণ দুর্ঘটনাসমূহ পুনরায় ঘটবে না”।

সালাউদ্দিন এ. কে. খান
সভাপতি বাংলাদেশ এমপ্লয়ারস’ ফেডারেশন

কি পয়েন্ট

বৈজ্ঞানিক প্রমাণ এবং শ্রমিকদের উপলব্ধী অনুযায়ী দেখা যায় যে, শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়গুলো নিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন যখন প্রতিনিধিত্ব করে, তখন শ্রমিকদের কর্ম পরিবেশ তারা একাকী বিষয়গুলো নিয়ে সচেতন হলে যেরূপ ভাল হত তার চেয়ে অধিকতর ভাল হয়।স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির একটি স্বাধীন গবেষণায় দেখা গেছে যে, “খনিজ কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে ইউনিয়নভিত্তিক কার্যক্রম পূর্বাভাস দেয় যে, ১৮ থেকে ৩৩ শতাংশ পতন ঘটে আঘাতমূলক ক্ষতের কারণে এবং ২৭ থেকে ৬৮ শতাংশ পতন ঘটে চরম দুর্দশার কারণে।

উৎসঃ Morantz A.,স্টান্ডফোর্ড ইউনিভার্সিটি,২০১১.

কারখানার নিরাপত্তা উন্নয়নের যে সকল প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে হবে সে সম্পর্কে মালিক বা ম্যানেজারগণ বিভিন্নভাবে শ্রমিকদের অবহিত করবেন।ভাল জ্ঞান সম্পন্ন কর্মীদের অংশগ্রহণ পাওয়াটা খুব সহজ হয়।

OSH এর উপর মননিবে করা হলে সেটি শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে সামাজিক আলোচনার পরিবেশ সৃষ্টি এবং বিবাদ প্রতিরোধে অবদান রাখে।

পলিসি প্রক্রিয়ার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে কার্যকরী সামাজিক আলোচনা। একটি বিশ্বাসযোগ্য OSH পলিসি প্রনয়ণ ও বাস্তবায়নে এর ভূমিকা অপরিহার্য। একটি নিরাপত্তা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা

ও স্বাস্থ্য সংস্কৃতির বিষয়টি একসাথে ধারণ করার গুরুত্ব ট্রেড ইউনিয়ন বুঝতে পারে যেটি কর্মক্ষেত্রে পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পদ্ধতিকে (OSH) শক্তিশালী করে।

- জাতীয় পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য (OSH) বিষয়ক প্রোফাইল হাল নাগাদ করা এবং উক্ত বিষয়ে একটি জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা প্রনয়ন করা।

- ৫৮৫ টি আরএমজি কারখানা থেকে ৭৫০,০০০ -৮০০,০০০ জন শ্রমিকদেরকে পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য মালিকদের সংগঠনের সাথে কাজ করা।

- এনসিসিডব্লিউই এবং আইবিসি থেকে মাস্টার ট্রেইনারদের পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা যারা উক্ত দক্ষতা প্রায় ৩০০০ শ্রমিকদেরকে উক্ত বিষয়ে দক্ষ করে তুলবে।

- কারখানা পর্যায়ে সেফটি কমিটি চালু এবং কার্যকর করার জন্য একটি OSH কিট তৈরি করা।

- দেশে OSH বিষয়ক একটি সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্য OSH সংক্রান্ত এডভোকেসি ও আউট রিচ ক্যাম্পেইনের ব্যবস্থা করা।

- অধিকতর ভাল কাজ সংক্রান্ত কারখানাগুলোতে OSH কমিটি প্রতিষ্ঠার জন্য সাপোর্ট করা।

- নারী শ্রমিক সংক্রান্ত ইস্যুগুলো তুলে ধরা, যেমন- যৌন প্রজনন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত অধিকার, যৌন নিপীড়ন, OSH বিষয়ক একটি জেন্ডার ভিত্তিক পদ্ধতি গ্রহণ করা, নেতৃত্ব ও যোগাযোগ বিষয়ক দক্ষতা।

- বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব লেবার স্টাডিজ (বিলস) এর মাধ্যমে NCCWE এবং IBC অধীনস্ত ইউনিয়নগুলোর সহযোগিতায় কারখানা পর্যায়ের ২৩৫৫ জন শ্রমিকদেরকে লক্ষ্য করে আউট রিচ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম প্রণয়ন করা।

কেস-স্টাডি ২:
OSH নীতিমালার পক্ষপাতিত্ব

সাহিদা ৫ বছর যাবত সোলার গারমেন্টস লিমিটেড নামক কোম্পানিতে কাজ করছে। সেখানকার কারখানায় ২৫০ জন শ্রমিক নিযুক্ত রয়েছে এবং তার মধ্যে ২০৫ জনই নারী শ্রমিক। সে বাংলাদেশ গার্মেন্টস এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের মাধ্যমে, আইএলও এবং বিলস কর্তৃক অর্থায়িত, কর্মক্ষেত্রে পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছিল। উক্ত প্রশিক্ষণ থেকে সে শিখেছে যে, কারখানায় নিরাপদ থাকা এবং উপযুক্ত পরিবেশে কাজ করাটা হল শ্রমিকদের আইনগত অধিকার।

সাহিদা নিজে ম্যানাজারের কাছে সেফটি কমিটির সদস্য তালিকা উপস্থাপন করেন এবং তাঁদের সাথে উক্ত কমিটির ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করেন। অতঃপর, সাহিদা এবং সেফটি কমিটির সদস্যগণ কারখানার মালিকের সাথে দেখা করতে যান এবং নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেনঃ

(১) সেফটি কমিটি তিনটি অভিযোজিত ফ্যান প্রদান করেছে এবং তিনটি নতুন ফ্যান প্রতিস্থাপিত করেছে,

(২) কমিটি ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা তার গুলোকে দূরীকরণ করেছে এবং এখন মেশিনগুলোর সাথে নিডল গার্ড লাগিয়েছে,

(৩) বহিরাগমনের সিঁড়িতে একটি রক্ষক বা গার্ড স্থাপন করা হয়েছে। সাহিদা আরএমজি সেক্টরে আরও অনেক সেফটি কমিটি দেখতে চায়, কারণ সে মনে করে যে, মালিক এবং শ্রমিক উভয়ের জন্যই এটি লাভজনক।

সাহিদা তার ম্যানেজারকে বলে যে, শ্রমিকরা যদি নিরাপদে কাজ করে তাহলে তারা অসুস্থ হবে না। সে দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করে যে, এটি উৎপাদনশীলতা বাড়াবে এবং কর্মীরা তাঁদের কর্মক্ষেত্রে নিরাপদ বোধ করবে। শ্রমিকদের অধিকার এবং সম্ভাব্য ধর্মঘট কার্যক্রম সম্পর্কে বেশ কয়েকটি আলোচনার পরে, ম্যানেজার উক্ত সমস্যাটি সমাধানের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

উৎসঃ মরিয়ন, এফ, আরএমজিপি প্রোগ্রাম,ঢাকা, মার্চ ২০১৭।

সামনের সারিতেই ইউনিয়ন

বাংলাদেশে শ্রমিকদের অধিকার এবং স্বার্থসমূহ সুরক্ষিত এবং নিরাপদ আছে তা নিশ্চিত করার জন্য ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা আগের চেয়ে এখন আরো বেশী গুরুত্বপূর্ণ। ট্রেড ইউনিয়নসমূহ নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর তাঁদের অগ্রাধিকার দিয়েছেঃ

- কর্ম পরিবেশ উন্নয়ন, আইন এবং নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে ইনপুট প্রদান করা;
- কর্মক্ষেত্রে নারী ও পুরুষদের উপর সহিংসতা ও নিপীড়ন বন্ধ করা;
- পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা, দক্ষতা এবং পদ্ধতি উন্নিতকরন;
- শ্রম পরিদর্শন এবং পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়গুলো নিয়ে মালিক এবং শ্রমিক সংগঠনের মধ্যে সরাসরি পারস্পারিক যোগাযোগ বৃদ্ধি করা, এই দুইটি বিষয়ই হল সামাজিক অংশীদারদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত অতর্কিত বিষয় (যেমন- হরতাল ও মজুরী বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিষয়সমূহ)
- ক্ষতিগ্রস্থ শ্রমিকদের দক্ষতা, পুনর্বাসন এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণসমূহের উন্নয়ন;
- নারী শ্রমিকদের অধিকার উন্নয়নে যৌথ দরকষাকষি সহ সকল ধরণের নীতিমালা এবং কর্মসূচীর ক্ষেত্রে জেন্ডার ইস্যুর মূল ধারা।

ট্রেড ইউনিয়নগুলো OSH কে তাদের কার্যক্রম ও দায় দায়িত্বের কেন্দ্রবিন্দুতে রেখেছে।

যদি তারা তাঁদের কার্যক্রমগুলোকে ফোকাস করতে চায়, অধিকার ভিত্তিক, দক্ষ এবং বাংলাদেশ শ্রম আইন (২০০৬) ও শ্রম বিধিমালা (২০১৬) -এর প্রযোজ্য প্রবিধান সমূহের সাথে সংযুক্ত হতে চায় তাহলে এটি অবশ্যই অধিকার ভিত্তিক, দক্ষ এবং সংযুক্ত হবে।

এগুলো ছাড়াও, কর্মক্ষেত্রে সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রচেষ্টাসমূহ ইউনিয়নের সাথে যোগাযোগের পথ সুগম করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাব রাখে। মার্চ, ২০১৭ সালে OSH ট্রেইনারদের সাক্ষাৎকার অনুসারে, OSH বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরুর পর থেকে, প্রথম বারের জন্য, ১৩০০ জনের বেশী শ্রমিক নিবন্ধিত RMG ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের সদস্য হয়েছে যাদের মধ্যে অধিকাংশই নারী। ইউনিয়নের প্রচলিত কার্যক্রমসমূহ ইউনিয়নকে অন্যান্য স্টেক- হোল্ডারদের সাথে সংযুক্ত হতে এবং তাদেরকে সহযোগিতা করারও অনুমতি দেয়। উদাহরণস্বরূপ, গত ২৮ এপ্রিল ২০১৭ সালে, OSH মিডিয়া ক্যাম্পেইনের অংশ হিসাবে, ইউনিয়নসমূহ সামাজিক অংশীদার এবং সুশীল সমাজের সাথে একত্রে পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য দিবস উদযাপন করেছিল।

কি পয়েন্ট

OSH একটি ভালো রিক্রুটমেন্ট এবং অর্গানাইজিং টুল। এটি ব্যক্তিগত পাশাপাশি সামষ্ঠিক একটি টুল। শ্রমিকদের প্রধান প্রধান সমস্যা কি সেটি তাদের কাছে জানতে চান এবং ইউনিয়ন তাদেরকে কীভাবে সাহায্য করতে পারে সেটি তাদেরকে জানান

কেস-স্টাডি ৩:
কর্ম পরিবেশ উন্নতকরণ

২০০৯ সাল থেকে আঞ্জু জিসাস ফ্যাশন লিমিটেড নামক কোম্পানিতে কাজ করছে; সে আইএলও এবং বিলসের সহযোগিতায় বাংলাদেশ গার্মেন্টস এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কার্স ফেডারেশন কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছিল। উক্ত প্রশিক্ষণটি পেশাগত ঝুঁকি ও বিপত্তিসমূহের গুরুত্ব সম্পর্কে আঞ্জুর সচেতনতা বৃদ্ধি করেছিল যাতে, সে কারখানার দুর্ঘটনাসমূহ এড়ানোর জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের গুরুত্ব সম্পর্কে অন্যান্য শ্রমিকদের শেখাতে পারে এবং তাদেরকে প্রতিক্রিয়াশীল করে তুলতে পারে।

সেফটি কমিটি গঠনের ব্যাপারে আঞ্জু কারখানার ম্যানেজারের সাথে কথা বলে। সে শ্রমিকদের নাম প্রদান করে এবং সে নারী কর্মীদের দাবির ভিত্তিতে একটি সফল চুক্তি নিয়ে আলোচনা করে।

সেফটি কমিটি কারখানায় নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা করেছে, পুরাতন ফ্যানগুলো সরিয়ে নতুন ফ্যান লাগিয়েছে এবং কাজের সময় তাপ সহনশীল করার জন্যআরেকটি নতুন এডজাস্ট ফ্যান লাগিয়েছে; তারা সিঁড়ি এবং চলাচলের রাস্তায় থাকা কার্টুনগুলো সরিয়েছে;

তারা জরুরী নির্গমন পথে একটি সুরক্ষা গার্ড স্থাপন করেছে এবং জরুরী নির্গমন সবসময় খোলা রাখার ব্যবস্থা করেছে। বর্তমানে আঞ্জু জিসাস ফ্যাসন ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতি কিন্তু সে এখনও বিশ্বাস করে যে, ফলো- আপ প্রশিক্ষণ অব্যাহত রাখার প্রয়োজনীয়তা আছে, বিশেষ করে শ্রম আইনের অধীনে নিরাপত্তা বিষয়ক বিধান সমূহের উপর।

উ সঃ মোছাম্মদ আঞ্জু বেগম, জিসাস ফ্যাশন লিমিটেড, মার্চ ২০১৭।

আরও কী করা প্রয়োজন

মালিকদেরকে নিয়ে এখনও কিছু চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান রয়েছে, যারা এই ভেবে ভীত যে, যদি তাঁদের কারখানায় ইউনিয়ন গঠন করা হয় তাহলে উৎপাদনশীলতা কমে যাবে, তবে এর বিপরীতটা সত্য।আমাদেরকে এটি দেখাতে হবে যে, ইউনিয়ন ব্যবসার জন্য ভাল। এছাড়াও, সংগঠনের স্বাধীনতা এবং যৌথ দরকষাকষি শোভন কাজ প্রতিষ্ঠা এবং কারখানার উৎপাদনশীলতা ভাল হয়ে সহায়তা করে”।

আলহাজ শুকুর মাহমুদ
সভাপতি JSL (জাতীয় শ্রমিক লীগ)

OSH প্রশিক্ষকগণ কর্তৃক প্রদত্ত মন্তব্য অনুসারে, ভবিষ্যতে সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা উচিতঃ

- **অধিক সুদূরপ্রসারী প্রশিক্ষণ, বিশেষ করে কারখানা পর্যায়ে**
- **শ্রম আইন এবং আইনগত বিধানসমূহের উপর ব্যাপক জ্ঞান।**
- **বয়স্ক শ্রমিকদের জড়িত রাখার জন্য অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ পদ্ধতির ব্যবস্থা করা, বিশেষ করে দৃশ্যমান শিক্ষণ পদ্ধতি (ছবি এবং ভিডিও)**
- **উপরন্তু OSH এর সাথে সম্পর্কিত উপকরণসমূহ যেগুলো শ্রমিকদের অধিকার এবং শিল্প সম্পর্ক বিষয়ক আলোচনাকে সমন্বিত করে।**

একটি মাল্টি- ডিসিপ্লিনারি সেফটি এজেন্সি প্রতিষ্ঠার কাজ চলছে যাতে ২০১৩-২০১৭ সাল পর্যন্ত অর্জিত যোগ্যতা এবং দক্ষতাসমূহ একটি একক এজেন্সির অধীনে একত্রিত হতে পারে এবং এটি যেন শিল্প ভিত্তিক উৎপাদনক্ষেত্রে কাঠামোগত এবং অগ্নি নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়টিকে ম্যানেজ করতে পারে। আরএমজি অনুমোদিত ইউনিয়নগুলোর পক্ষে সাপোর্ট করার জন্য, সামাজিক সংলাপ এবং শিল্প সম্পর্ক (SDIR) সংক্রান্ত আইএলও- এর নতুনকর্মসূচী শ্রমিকদের জন্য রিসোর্স সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেছে, যা এডভোকেসি, সক্ষমতা বৃদ্ধি, শ্রম বিরোধ নিষ্পত্তি এবং যৌথ দরকষাকষির জন্য একটি যৌথ প্লাটফর্ম।

এ পর্যন্ত যতগুলো ভাল কাজ অর্জিত হয়েছে সেগুলোকে একত্রিত করা এবং দীর্ঘমেয়াদী একটি টেকসই রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্ক গঠন করাটাই হল মূল কাজ। এটি করার মাধ্যমে, আমরা বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য OSH বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ এবং ইতিবাচক পরিবর্তন তৈরি করব।

OSH এর উপর যেসব ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে ইউনিয়নকে পদক্ষেপ নিতে হবে

১. ঝুঁকি সমূহ চিহ্নিতকরণ

২. তথ্য ও প্রশিক্ষণ

৩. কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা সংক্রান্ত কমিটিতে অংশগ্রহণ

৪. নানা ধরণের কার্যক্রম, মূল্যায়ন ও ফলো আপের আয়োজন করা

৫. শ্রমিকদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও ভালোমন্দের বিষয়টি সম্মানের সাথে দেখার একটি সংস্কৃতি গড়ে তোলা

অধিক তথ্য এবং আইডিয়াসমূহ যেখানে পাওয়া যাবে

মার্চ ২০১৭ সাল থেকে প্রশিক্ষকগণ আইএলও এর ই- প্লাটফর্মের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ক উপকরণসমূহ নিম্নোক্ত বিষয়গুলোসহ বাংলা ইংরেজীতে ব্যবহার করতে পারবেনঃ http://www.ilo.org/dhaka/lang--en/index.htm

- শ্রম পরিদর্শন এবং পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক প্রকাশনা, ম্যানুয়াল, আইনগত উপকরণ;
- শ্রম পরিদর্শনের মধ্যে সংগতি নিশ্চিত করার জন্য মানসম্পন্ন প্রক্রিয়া এবং সরঞ্জামাদি;
- শ্রম পরিদর্শন এবং পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক ভাল চর্চাসমূহ;
- স্বয়ং গবেষণা উপকরণসমূহ

শ্রমিকদের কর্মপরিবেশ ও তাদের অধিকার বৃদ্ধিতে আইএলও বাংলাদেশে তার সহায়তা অব্যাহত রাখতে প্রস্তুত।

সুইডেন এবং ডেনমার্কের অর্থায়নে পরিচালিত আইএলও-এর সামাজিক সংলাপ সংক্রান্ত একটি নতুন উদ্যেগ, যার উদ্দেশ্য হল আগামী কয়েক বছরে কর্মস্থল পর্যায়ে মালিক এবং শ্রমিকদের মধ্যে সংলাপ প্রক্রিয়া ও সম্পর্ক উন্নয়নের ব্যাপারে জোর দেওয়া।

অন্যদিকে আইএলও আরএমজি প্রোগ্রামটি কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা বৃদ্ধি ও পরিচালনার বিষয়টি নিয়ে তাদের অব্যাহত কর্মকাণ্ডের দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রবেশ করতে যাচ্ছে।

এসব প্রজেক্টের ব্যাপারে তথ্য এবং যেসব উপকরণ তৈরি করা হয়েছে সে সম্পর্কে আরও তথ্য আপনি আইএলও ওয়েবসাইট এবং বাংলাদেশের আইএলও কান্ট্রি অফিসের মাধ্যমে পেতে পারেন।

ACTRAV- তুরিন কিছু ভাল উদাহরণ সংগ্রহের জন্য একটি ভার্চুয়াল স্পেস তৈরি করেছে যা সমসাময়িক চর্চাসমূহকে ধারণ করে এবং বাংলাদেশী RMG সেক্টরে সামাজিক সংলাপ বাস্তবায়নে অবদান রাখে।

প্রজেক্টের অধীনে দেখে শেখার জন্য আইএলও আরএমজি কর্মীদের জন্য প্রস্তুত কভার চিত্র

ট্রেড ইউনিয়ন ব্যতীত OSH অর্জন অসম্ভব

উৎসঃ ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশন (ITUC)

তৈরি পোশাক শিল্পে কর্মপরিবেশ উন্নয়নের পাশাপাশি শ্রমিক অধিকার ও সামাজিক পর্যায়ের আলোচনার বিষয়সমূহ উন্নয়নে আইএলও এর কর্মকাণ্ড যাদের দ্বারা সহায়তাপুষ্ট

Canada
Kingdom of the Netherlands
UKaid from the British people
SWEDEN
NORWEGIAN EMBASSY
EMBASSY OF DENMARK

International Labour Organization